ঈশ্বরকে জানা ও আজ্ঞাবহতা

যোহনের ১ম পত্র ২ অধ্যায় ৩-৬ পদ

খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদের জীবনে বিশ্বাস ও অনুশীলন *(Faith & Practice)*, উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে। অর্থাৎ, আমরা যা বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে আমরা আমাদের আচরণ করতে বাধ্য। কিন্তু ভ্রান্ত শিক্ষক ও তাদের অনুসরণকারীরা তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে আচরণ করে থাকে।

এর আগে আমরা ১ অধ্যায়ের শেষাংশে দেখেছি যে, মণ্ডলীতে সমস্যা সৃষ্টিকারী ভ্রান্ত শিক্ষকরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার কথা মুখে বললেও, অন্ধকারে চলেছে (৬ পদ); তাদের কোনও পাপ নেই বলে, তারা নিজেদের ভুলিয়েছে (৮ পদ); এবং তারা পাপ করে না বলে, ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী করেছে (১০ পদ)। পরিবর্তে প্রকৃত খ্রীস্ট বিশ্বাসী, যে আলোতে চলে, সে যখন সেই আলোর দ্বারা তার নিজের জীবনের বিভিন্ন পাপকে দেখতে পায়, তখন সে সেই পাপকে ঢাকতে চায় না বা অস্বীকার করে না; কিন্তু সেই সমস্ত পাপ স্বীকার করে ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা লাভ করে। একই সঙ্গে সেই পাপের জন্য খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত বলিকে স্মরণ করে, সে সেই পাপ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

এখন বিশ্বাসীর এই ''আলোতে চলা জীবনকে'' **যাচাই করার বাস্তব সম্মত পরীক্ষা হল ''ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা''**। বিশ্বাসী যদি আলোতে জীবন-যাপন করে, তাহলে সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য। এই সূত্রকে অনুসরণ করে যোহন তাঁর বিপক্ষদের ভ্রান্ত শিক্ষাকে তাঁর পাঠকদের কাছে আবার তুলে ধরেছে।

২ অধ্যায় ৩ পদে, যোহন এই পত্রে প্রথম ঈশ্বর জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছে, ***''আমরা এতে জানতে পারি যে, তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানি, যদি তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করি।''*** প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মীয় চিন্তা ভাবনায় **'ঈশ্বর জ্ঞান'** ছিল একটি মূখ্য বিষয়। এটা বিশেষ করে একদল ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যা পরবর্তীকালে ''জ্ঞানবাদ''*(gnosticism; from Gk. 'gnosis' which means 'knowledge')* নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যদিও এই 'জ্ঞানবাদ' দ্বিতীয় শতাব্দীতেই বহুল প্রসার লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের কিছু কিছু বিষয় প্রথম শতাব্দী, তথা তার পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। এই ধরণের কিছু কিছু ধর্মের ক্ষেত্রে ''ঈশ্বর জ্ঞানের'' অর্থ ছিল, **''অতীন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা''** *(mystical experience)* অথবা **''স্বর্গীয় বিষয়ের সরাসরি দর্শন''** *(direct vision of the divine)*। আবার এদের মধ্যে কোনও কোনও দল বিশ্বাস করত যে, এই সমস্ত দর্শনের দ্বারা তারা যে বিশেষ গুপ্ত রহস্যের কাহিনী *(knowledge of esoteric myth)* উদ্‌ঘাটন করেছে, তা তাদের আত্মার পরিত্রাণ দান করেছে। উভয় ক্ষেত্রে এই জ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ অর্থে ধর্ম চিন্তায় সিদ্ধিলাভ; নৈতিক আচরণের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ ছিল না, বা থাকলেও তা ছিল খুবই সামান্য। যোহন তার প্রথম পত্রে যে সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকদের কথা বলেছে, তাদের সঙ্গে এদের মিল আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। কারণ ইতিমধ্যেই যোহনের পত্র থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, পাপ বা মন্দতা সম্বন্ধে যোহনের বিপক্ষদের তেমন কোনও চিন্তা-ভাবনা ছিল না, এবং তারা পাপকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার পথে বাধা হিসাবেও চিন্তা করত না।

পুরাতন নিয়মে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে জানার সম্ভাবনা সম্বন্ধে খুব কম উল্লেখ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভাববাদীরা কেবল তাদের আশার কথা বলেছেন (যিরমিয় ৩১:৩৪)। পরিবর্তে, ভাববদীরা ঈশ্বরকে না জানার বিষয় ঈশ্বরের প্রজাদের অভিযুক্ত করেছে (ইয়োব ৩৬:১২; যিরমিয় ৯:৬; যিশাইয় ১:৩; ৫:১৩; ১ শমূয়েল ২:১২)। এখন, সেখানে ঈশ্বরজ্ঞানের চিহ্ন হিসাবে তাঁর আজ্ঞাসকল পালনকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তাই, হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকে ঈশ্বরকে না জানার কারণ হিসাবে সর্বত্র মিথ্যা, হত্যা, প্রতারণা ও ব্যভিচারের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে (হোশেয় ৪:১-২)। অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানার অর্থ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য ও দাবি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং **সেই দাবি পূর্ণ করতে বাধ্যতা**।

এখন, একজন কীভাবে জানতে পারে যে, সে ঈশ্বরকে জানে? ২:৩ পদে যোহন এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে। আজকের দিনেও মণ্ডলীতে বিশ্বাসীরা প্রায়ই এই ধরণের প্রশ্ন করে থাকে, *"আমি কীভাবে জানতে পারি যে আমি একজন খ্রীস্ট-বিশ্বাসী? আমার মধ্যে তো কোনও পৃথক অনুভূতি নেই? আমি তো কোনও বিশেষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিনি?"* চৈনিক বিশ্বাসী *Brother Yun*-এর বিশেষ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে লেখা *The Heavenly Man* বই পড়ার পর, আমি অনেক খ্রীস্ট বিশ্বাসীকে এই প্রশ্ন করতে দেখেছি, *"ভাই ইয়ুন যদি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, আমি সেই একই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেও কেন সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি না? আমি কি সত্যই সেই ঈশ্বরকে জানি বা বিশ্বাস করি?*

একই সঙ্গে আমরা আবার এমন বিশ্বাসীদের দেখতে পাই, যারা কোনও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ করার পর এমন প্রশ্ন করে, *"আমি কীভাবে জানতে পারি যে, আমার এই অভিজ্ঞতা সত্যই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, না-কি প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র?* যোহন তার পাঠকদের কথা চিন্তা করে, এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দিয়েছে, যেন তার পাঠকরা উপলব্ধি করে যে, তাদের ঈশ্বর অভিজ্ঞতা খাঁটি। আর তা জানবার উপায় হল, নিজেদের জীবনকে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার মাপকাঠি দিয়ে মাপা। বিশ্বাসী যারা তাদের জীবনে ভাই ইয়ূনের মতো বিভিন্ন অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা বলে, তাদের সেই কথার সত্যতা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি তাদের বাধ্যতার জীবনের দ্বারাই পরীক্ষা করা সম্ভব। অন্যদিকে, বিশ্বাসী যারা তাদের ন্যায় সেই সমস্ত বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, তারা সেই সমস্ত বিশেষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও তাদের ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে, যদি তারা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করে থাকে।

২য় যোহন ৪-৬ পদে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমকে আমরা তাঁর আজ্ঞা পালনের দ্বারা প্রকাশ করে থাকি। তাই, এই আজ্ঞা পালনকে পরিত্রাণ লাভের শর্ত হিসাবে চিন্তা করার কোনও অবকাশ নেই; অথবা এইভাবে আজ্ঞা পালনের দ্বারা আমরা যে তাঁর কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করতে পারি, তারও কোনও অবকাশ নেই। পরিবর্তে, তাঁর আজ্ঞার প্রতি আমাদের বাধ্যতার জীবন হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসার পরিণাম; সেই ভালোবাসার উপস্থিতরি পক্ষে পার্থিব সাক্ষ্য মাত্র।

তাহলে, আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে, আমরা ঈশ্বরকে জানি? অদৃশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে একজনের জ্ঞান খাঁটি কি-না, তা একজনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করা সতিই খুব কঠিন; কিন্তু তার বাহ্যিক আচরণকে দেখে, সে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্য কি-না, তা বিচার করে খুব সহজেই আমরা তার ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি। অবশ্য, এর মধ্যে একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা হল, ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা যদি ঈশ্বরকে জানা হয়; পাপ করা হল ঈশ্বরের প্রতি অজ্ঞানতা। কিন্তু এই শর্ত কতখানি চরম? ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি কেবল **নিখুঁত বাধ্যতাই** কি প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানের পক্ষে সাক্ষ্য; এবং একজন পাপের মধ্যে **সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত** হলেই কি কেবল আমরা তার ঈশ্বর-অজ্ঞানতার কথা বলতে পারি? না, তা ঠিক নয়। যোহন কখনও এমন কথা বলতে পারে না যে, ঈশ্বরের আজ্ঞাকে নিখুঁতভাবে পালন করার পরই কেবল আমরা আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি; কারণ একটু আগেই যোহন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে কেউই নিজেদের নিষ্পাপ বলতে পারি না। তাই, এখানে যোহন যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা হল আমরা যেন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে চেষ্টা করি (এবং সেই চেষ্টায় কতক পরিমাণে সফল হই)।

এখন, ঈশ্বর-জ্ঞানের দাবি করা সত্ত্বেও যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে না, তাদের সম্বন্ধে আমরা কী বলব? আজকের দিনে আমরা তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে ইতস্ততঃ করলেও, যোহন কিন্তু সরাসরি তাদের সেই ঈশ্বর-জ্ঞানের দাবিকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছে। কোনও প্রকার দ্বিধা ছাড়াই যোহন তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের অন্তরে সত্যের অনুপস্থিতির কথা বলেছে। ১ যোহন ২ অধ্যায় ৪, ৬ এবং ৯ পদে যোহন তাদের ৩টি দাবিকে তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছে। তাদের দাবিগুলি হল:

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

৪ পদ: ***যে ব্যক্তি বলে, "আমি তাঁকে জানি"*** (তার উচিৎ তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া, ৫ পদ)।

৬ পদ: ***যে বলে, "আমি তাঁতে থাকি"*** (তার উচিৎ যীশুর পার্থিব জীবনকে অনুসরণ করে জীবন-যাপন করা)।

৯ পদ: ***যে বলে, "আমি আলোতে আছি"*** (তার উচিৎ তার ভাইকে ভালোবাসা, ১০ পদ)।

এই দাবিগুলি থেকে ২টি বিষয় পরিষ্কার। (১) এই ৩টি দাবি প্রকৃতপক্ষে একই খ্রীস্টিয় দাবির বিভিন্ন আকার; সেই খ্রীস্টিয় দাবিটি হল: **ঈশ্বরকে জানা**। আর এই ঈশ্বর-জ্ঞান খ্রীস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে যাথাযথ সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। (২) এই ৩টি দাবির সঙ্গে ৩টি শর্ত বা সত্যতা যাচাই করার উপায়ের কথা বলা হয়েছে (আজ্ঞাবহতা, যীশুর ন্যায় জীবন-যাপন ও ভাইকে ভালোবাসা)। এখন এই ৩টি শর্তও প্রকৃতপক্ষে একই শর্তের বিভিন্ন আকার: **আজ্ঞাবহতা**।

৪ পদে যে ঈশ্বরকে জানার দাবি করা হয়েছে, সেই দাবি যারা করত, যোহন ১৭:৩ পদে যীশুর কথাকে ভিত্তি করে, তারা এমন দাবি করত বলে ধরা যেতে পারে: ***"এটাই অনন্ত জীবন যে, তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ, তাঁকে, যীশু খ্রীস্টকে, জানতে পায়।"*** খ্রীস্টের এই কথাকে কেবল ভিত্তি করে একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরকে জানার দাবি করতে পারে; কিন্তু যোহন এখানে তার পাঠকদের শিক্ষা দিয়েছে যে, যারা এই দাবি করা সত্ত্বেও নৈতিক আজ্ঞাবহতার জীবনকে অবহেলা করে, তাদের সেই দাবি মিথ্যা। নৈতিক জীবনকে অস্বীকার করে যারা ঈশ্বর-জ্ঞানের জাহির করে, তারা মিথ্যাবাদী। মিথ্যাকথা, চুরি, হিংসা, নৈতিক অধঃপতন যাদের আচরণ, তারা মুখে যতই ঈশ্বর-জ্ঞান বা ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা বলুক-না-কেন, তা সত্য নয়। এখানেই খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে অন্য সমস্ত ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

অন্যদিকে, যারা ঈশ্বরের বাক্যের আজ্ঞাবহ, যাদের কথা যোহন ৩ পদে বলেছিল, তাদের ঈশ্বর-জ্ঞান যে সত্য ও নিশ্চিত, তা ৫ পদে যোহন পুনরায় বর্ণনা করেছে, ***"কিন্তু যে তাঁর বাক্য পালন করে, তার অন্তরে সত্যই ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ হয়েছে।"*** এখানে যোহন ঈশ্বরের আজ্ঞার ধারণাকে বিস্তৃত অর্থে **"ঈশ্বরের বাক্য"** বলে বর্ণনা করেছে; যার ফলস্বরূপ, তা কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাকে নয়, কিন্তু তাঁর বাক্যের বিভিন্ন প্রতিজ্ঞাকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করাকেও নির্দেশ করে। আর যখন কোনও বিশ্বাসী এই অর্থে ঈশ্বরের বাক্য পালন করে, তখন সে যে কেবল ঈশ্বরকে জানে, তা নয়, কিন্তু তার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ হয়। এখানে ঈশ্বরের প্রেম বলতে, (১) মানুষের জন্য ঈশ্বরের প্রেম (৪:৯), বা (২) ঈশ্বরের জন্য মানুষের প্রেম (২:১৫; ৫:৩), বা (৩) ঈশ্বরের প্রকৃতির প্রেমকে নির্দেশ করতে পারে। সেই প্রেম সিদ্ধ হবার অর্থ, "পূর্ণ এবং পরিপক্ক" হওয়া। এই পত্রের পরবর্তী অংশে যোহন এই প্রেমকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, আমাদের পরিত্রাতা হবার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে প্রদান করার দ্বারা যে প্রেম প্রদর্শন করেছিলেন, তার কথা বলেছেন। এ হল এমন প্রেম, যা ব্যক্তিগত লাভের আশা করে না, কিন্তু যার প্রতি সেই প্রম প্রদর্শিত হয়েছে, কেবল তারই উপকার ইচ্ছা করে।

৫ পদ শেষ হয়েছে, এই কথা বলে, ***"এতেই আমরা জানতে পারি যে, আমরা তাঁতে আছি।"*** অর্থাৎ, তাঁর বাক্য পালনের দ্বারাই আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরে আছি। এই কথা পরবর্তী ৬ পদে ***"তাঁতে থাকার"*** সমার্থক। যোহন ১৫:৪-১০ পদেও যোহন বিশ্বাসীর জীবন আজ্ঞা পালনের দ্বারা যীশুতে থাকার কথা বর্ণনা করেছে।

৬ পদে, ঈশ্বর জ্ঞানের ২য় দাবিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ***"যে বলে, আমি তাঁতে থাকি, তার উচিৎ তিনি যেরূপ চলতেন, সেও তদ্রূপ চলে।"*** "তাঁতে থাকা" এবং "তাঁতে বাস করা" পরস্পরের সমার্থক। এখন, এই দাবির সত্যতা যাচাই করার উপায় হল, ***যীশুর ন্যায় পথ চলা।*** এর দ্বারা খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের কাছে যীশু খ্রীস্টের পার্থিব জীবনকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে (যোহন ১৩:১৫; ১ পিতর ২:২১)। যোহনের এই কথা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তার পাঠকরা যীশুর পার্থিব জীবন, তথা পৃথিবীর মাটিতে যীশু কীভাবে হিতকার্য করে বেড়াতেন (প্রেরিত ১০:৩৮), সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল

ছিল। অর্থাৎ, আমাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার পরীক্ষা হল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যীশুর পার্থিব জীবনের প্রতিফলন। আমরা যদি সেই পরীক্ষায় ফেল করি, তাহলে, ঈশ্বরে থাকা, তথা ঈশ্বর-জ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে আমাদের দাবি মিথ্যা।

আজ এই বাক্য থেকে বিশ্বাসী আমরা আমাদের বিশ্বাস-সূত্র সমূহের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুশীলনকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমরা বাইবেলের বিভিন্ন সত্য বিশ্বাস করার কথা মুখে বলে থাকি; কিন্তু প্রশ্ন হল, সেগুলি কি আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি? ''মুখে বিশ্বাস করার কথা বলা'' আর ''বিশ্বাস করা'' এক কথা নয়। আজ যোহন তার ১ম পত্র থেকে আমাদের শিক্ষা দিলেন, আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান, তথা ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় দাবি বা স্বীকারোক্তি তখনই তাৎপর্যপূর্ণ, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আজ্ঞাবহতা, তথা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যীশুর পার্থিব জীবনকে অনুসরণ করার জীবন যাপন করি। মুখে যতই যীশুর কথা বলি না কেন, আমাদের বাস্তব নৈতিক খ্রীস্টীয় জীবন যদি তার বিপরীত হয়, আমরা মিথ্যাবাদীই প্রমাণিত হই। নৈতিক জীবনে উদাসীনতা দেখিয়েও, পাপকে তোয়াক্কা না করেও, যখন আমরা ঈশ্বর-জ্ঞানের কথা বলি, তখন তার কোনও মূল্য থাকে না। প্রভু আমাদের শক্তি ও সাহস দিন, বিশ্বাসী আমরা যেন প্রত্যেকে ঈশ্বরের বাক্য পালন করে যীশুকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করি।

প্রার্থনা কাকে বলে?
'যাচ্ঞা কর, দেওয়া যাবে' এ কথার অর্থ কী?
আমি কীভাবে প্রার্থনা করব?
ঈশ্বর কি সব সময় প্রার্থনার উত্তর দেন?
ঈশ্বর কীভাবে প্রার্থনার উত্তর দেন?
প্রার্থনার বাধাসমূহ কী কী?
কে প্রার্থনা করতে পারে?
এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে
পাঠ করুন,

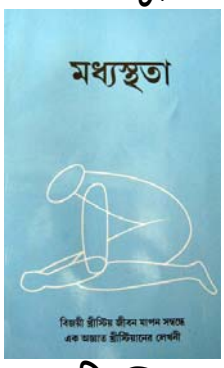

এক অজ্ঞাত খ্রীষ্টিয়ানের লেখা

মধ্যস্থতা

(The Kneeling Christian)

মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ২৫ টাকা

যোগাযোগ করুন-
গ্রেস কমিউনিটি সেন্টার
বি-৩৬ নন্দন কানন, কলকাতা ৭৫
দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫